দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 6 MAR 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার শিক্ষক ছুটিতে

ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম

॥ নিজামুল হক ॥

দেশের ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার শিক্ষক কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। এর মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষকই রয়েছেন শিক্ষা ছুটিতে। অনেকে বিভিন্ন মেয়াদে ছুটি নিয়ে কাজে যোগদান করেননি। আবার কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে মাসের পর মাস অনুপস্থিত থাকছেন। এদের প্রকৃত সংখ্যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেও নেই। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের প্রেষণে বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত রেখেছেন। ফলে শিক্ষকর্ম থেকে বিরত রয়েছেন প্রায় দুই হাজার শিক্ষক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মোট শিক্ষকের ২০ ভাগ শিক্ষা ছুটি পাবেন। এর বেশি শিক্ষককে শিক্ষা ছুটি দেয়া যাবে না। কিন্তু দেশের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নীতিমালা না মেনে শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত কর্মে উপস্থিত শিক্ষকের (১৯শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই

(২০ পৃঃ পর)

সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, শিক্ষকের সংখ্যা বিবেচনা না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিজস্ব বিবেচনায় বিভিন্ন মেয়াদে শিক্ষকদের শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি না নিয়ে বছরের পর বছর অনুপস্থিত রয়েছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা ৫৭। তবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এ সংখ্যা হবে দুই শতাধিক। আবার অনেকে ছুটি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে কাজে যোগদান করেননি। এমন শিক্ষকের সংখ্যা হবে শতাধিক।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক কর্মকর্তা ইত্তেফাককে জানান, রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু অনার্স ধারীদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে চাকরি নেয়ার দেড় বছর পরই মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের জন্য তারা শিক্ষা ছুটির জন্য আবেদন করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকের চাহিদা বিবেচনায় না এনে এসব ছুটি মঞ্জুর করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২০০৭ সালের তথ্য অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ২৪৪জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন। তবে এ সংখ্যা আরো বেড়েছে। এছাড়া ১৬০ জন শিক্ষক রয়েছেন প্রেষণে এবং ৫৭জন শিক্ষক রয়েছেন অননুমোদিত ছুটিতে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক কর্মকর্তা ইত্তেফাককে বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার করছে। তারা মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম না মেনে ইচ্ছামত ছুটি দিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ওই সব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. শাহ-ই-আলম ইত্তেফাককে বলেন, বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে ১০/১৫ জনের বেশি শিক্ষক থাকে। সেখানে ২০ ভাগের বেশি শিক্ষককে শিক্ষা ছুটি দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি বিভাগে মাত্র ৩/৪ জন শিক্ষক থাকে। এ ক্ষেত্রে ২০ ভাগের বেশি ছুটি দেয়া না হলে কোন শিক্ষক উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করতে পারবে না। তাই শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের ছুটি দিলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া উচিত।

এ বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রেখে ছুটি মঞ্জুর করা উচিত। শিক্ষা ছুটির ক্ষেত্রে অসংগতি রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০ ভাগের বেশি শিক্ষককে ছুটি মঞ্জুর না করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের নির্দেশ দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তা মানা হচ্ছে না। তিনি বলেন, অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে ৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ২ জন ছুটি নিয়েছেন, ১ জন চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজ কী ?

শিক্ষক হয়েও ক্লাস নিতে হয় না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। ফলে প্রশাসনিক বা শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরের কাজ করেই সময় পার করেন অনেক শিক্ষক। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন ২৫ জন। নেই কোন অধ্যাপক। ৮৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ৪০ জনই প্রভাষক। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব কোন ছাত্র-ছাত্রী না থাকায় ক্লাস নেয়ার কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না কাউকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিতি হওয়া না হওয়ার বিষয়ে নেই কোন জবাবদিহিতা। তাই অফিস সময়েও রাজধানীতে থেকেই সময় পার করছেন শিক্ষকরা। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের জন্য রয়েছে পিএইচডি এবং এমফিল প্রোগ্রাম। ২০০৬ সালে এ প্রোগ্রাম চালু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অনেক শিক্ষক এ বিশ্ববিদ্যালয়েই পিএইচডি বা এমফিল ডিগ্রী করছেন। সিনিয়র শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মুরশিদ আল হাসান বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন। তিনি বলেন, আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্লাস নিতে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছি। শিক্ষা ছুটি শেষ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক এবং কারিকুলাম নিয়ে কাজ করবো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ওয়াকিল আহমেদ স্বল্পতা রয়েছে এমন কলেজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর চেষ্টা চালালেও শিক্ষকদের আপত্তির মুখে তা সম্ভব হয়নি। ফলে কাজ না থাকায় শিক্ষকরা ছুটি চেয়েছেন এবং পেয়েছেন। এ কারণে ৮২ জনের মধ্যে ২৫ জনই ছুটিতে রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোঃ শহীদুর রহমান বলেন, সিনিয়র শিক্ষকরা এমফিল, পিএইচডি কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তবে প্রভাষকদের তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ নেই। পরীক্ষার খাতা দেখা ও সিলেবাস, কারিকুলামের সাথে তারা জড়িত। তিনি বলেন, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় যেসব কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে সেসব কলেজে সাময়িক ঘাটতি কমানোর জন্য শিক্ষকদের প্রেষণের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে।